

Next-Gen
GST
Better & Simpler

CBC 15502/13/0017/2526

গাড়ির দাম
কমেছে
আমাদের সফরও
সহজ হয়েছে

GST-তে
সাশ্রয়

১০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়িতে
৭০,০০০ টাকার বেশি সাশ্রয়

১৫০০ সিসি-এর চেয়ে বেশি গাড়িও
সস্তা হয়েছে

কুর্মিদের রেল রোকো নিয়ে আদালতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ কুর্মিদের রেল রোকো ও রাস্তা অভিযানে রাজ্যকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ। ২০২৬ সালের রাস্তা রেল অবরোধ নিয়ন্ত্রণে রেল ও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দেব ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এই ব্যাপারে ২০২৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের যে নির্দেশ, সেই অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মামলাকারীর অভিযোগ, শনিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে সহ অশপাণের এলাকায় একইভাবে অবরোধের ডাক দিয়েছে কুর্মি সম্প্রদায়। সেই একই দাবি, অর্থাৎ এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভে নামছেন কুর্মি সম্প্রদায়। প্রতিবেশী তিন রাজ্যেও এই অবরোধ চলে। এই অভিযানের জেরে প্রতিদিন রেলের ২১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০২২ ও ২০২৬ সালে একইভাবে অবরোধ হয়। বিপুল ক্ষতি হয় রেলের। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ ডাক। আদালতের নির্দেশ, এই অবরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে এই কুর্মি সমাজ গোটা কলকাতা অচল করে দেয়। প্রচুর ভাঙার ক্ষয় ক্ষতি হয় শহরের সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি। প্রসঙ্গত, দুর্গাপূজার মুখে ফের মাথা তুলছে কুড়মি সমাজ। বাঁসা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ত্ত্ব করে দেওয়ার ঝঁঝঝাঁ দিয়েছে কুর্মি সমাজ। ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি নিয়েছেন তাঁরা। এর আগে ২০২৬ সালেও একই ভাবে টানা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। সারনা ধর্মের স্ফীকিত ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবিতে পুরুলিয়া, খড়গপুরের খোমাগুলি টেশনে অবরোধ চালাচ্ছিলেন কুড়মিরা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় সড়কও।

শীঘ্রই মিটেবে ভারত-আমেরিকা টানাপোড়েন

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন শিগগিরই প্রশমিত হতে পারে। প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডি. আনন্দ নাগেশ্বরন বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, চলমান শুষ্ক-সংক্রান্ত অচলাবস্থা নিয়ে আগামী আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যেই ইতিবাচক সমাধান মিলতে পারে বলে তাঁর প্রত্যাশা। ভারত চেষ্টার অর্থ কার্গি আয়োজিত এক সভায় নাগেশ্বরন বলেন, “পার্বী আড়ালে দুই সরকারের মধ্যে নিরন্তর আলোচনা চলছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকার আরোপিত শুষ্ক নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান সামনে আসবে।” গত ২৭ আগস্ট থেকে আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুষ্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করার জন্য শক্তিমূলক জরিমানা। চিংড়ি, বস্ত্র, চামড়া ও জুতো শিল্পের মতো শ্রমঘন রপ্তানি খাত এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের একতরফা সিদ্ধান্তকে দিল্লি আগেই আত্মীয়িক বলে সমালোচনা করেছে। এই পদক্ষেপে দুই দেশের সম্পর্কে অস্বস্তি বাড়লেও, আলোচনা আবারও টেবিলে ফিরেছে। বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে দুই দেশ। পাঁচ দফার পর ষষ্ঠ দফার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল দিল্লিতে, যদিও তা স্থগিত হয়েছে। মার্কিন দেশের নেতৃত্বে আছেন সাউথ ও সেন্ট্রাল এশিয়ার সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চ, আর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন বাণিজ্য দফতরের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল।

‘দুর্গাপূজায় সাহায্য করতে সমস্যা নেই, ক্ষতিপূরণ দিতে সমস্যা?’

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিহা? মুর্শিদাবাদ গুয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সংঘর্ষ মামলার শুনানিতে বিরক্তি প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের। আদালতের প্রশ্ন, দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কেন অনিহা প্রকাশ করা হচ্ছে? দুর্গাপূজায় সাহায্য করতে সমস্যা নেই আর এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ দিতে সমস্যা? মন্তব্য বিচারপতি সৌমেন সেনের। প্রসঙ্গত, গুয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় তেতে ওঠা মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে অশান্তির আঁচ। প্রচুর বাড়ি-ঘর-স্থাপত্য ভাঙচুর হয়। একাধিক জনের মৃত্যুর খবরও আসে। সেই ঘটনায় এনআইএ-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর

ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, হাইকোর্ট এই মামলায় বাবেবারে বলার পরেও এনআইএ তদন্ত হাতে নিতে এগিয়ে আসেনি। এনআইএ মনে করলে তদন্ত নিতে পারে বলে অভিযোগ

করা হচ্ছে। এনআইএ-র সাহায্য নেওয়া যেমন হয়নি, তেমন তারাও এগিয়ে আসেনি।” রাজ্যের তরফ থেকে এদিন সওয়াল করেন শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “চার্জশিট পেশ হয়েছে। নতুন কোন ঘটনাও ঘটেনি। ১০৯ মোট কেস রুজু হয়।” ক্ষতিপূরণের তরফে আদালতে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী প্রিয়ান্বিতা টিল্লুওয়ালা। তিনিই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আদালতকে জানান। ক্ষতিপূরণের রিপোর্টের বিষয়ে রাজা জানায়, আলাদা করে এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ভ্যালুয়েশন জানা সম্ভব হয়নি, তাই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন বিচারপতি সৌমেন সেন প্রশ্ন করেন, “দুর্গাপূজায় পূর্ববাসন দেওয়া যায় আর এখানে ক্ষতিপূরণ দিতে পারছেন না?” আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশ

সুশীলাকে ফোন মোদির

ভারত সর্বদা সংকটময় নেপালের পাশে আছে

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারিকির সাথে ফোনে কথা বললেন। ভারতের প্রতিবেশী দেশটিতে সাম্প্রতিক প্রাণহানির জন্য গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন মোদি। এঞ্জ হ্যাভেনলে পোস্টে করে এই কথোপকথন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, ‘এই সংকটময় সময়ে নেপালকে অবিচল ভাবে সমর্থন করতে থাকবে ভারত।’ এদিকে নেপালের জাতীয় দিবসে শুভেচ্ছা জানান মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারিকির সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময় নেপালে যে প্রাণহানী ঘটেছে, তার জন্য তাঁর প্রতি আমি সমবেদনা ব্যক্ত করছি। একইসঙ্গে সেই দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা

পুনরুদ্ধার করার জন্য ভারত যে তাঁর পাশে সবসময় রয়েছে, সে কথাও জানিয়েছি। আগামিকাল নেপালের জাতীয় দিবস। সেই উপলক্ষে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী এবং সেদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই। এর আগে নেপালের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় সুশীলা কারিকির প্রসঙ্গে মোদি বলেছিলেন, এই ঘটনা ‘নারী উন্নয়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ’। প্রধানমন্ত্রী মোদি নেপালি জনগণেরও প্রশংসা করেছিলেন। উল্লেখ করেছিলেন, কয়েকদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর নাগরিকরা, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা, রাস্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিষ্কার করতে নেমেছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আগেই মোদিকে নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছিলেন সুশীলা কারিকি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, ‘আমি মোদিজিকে নমস্কার করতে চাই। আমার কাছে মোদিজির একটা ভালো ভাবমূর্তি আছে।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ আমাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ নেই... অনেকদিন ধরেই আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি। যখন দু’দেশের মধ্যে কোনও আন্তর্জাতিক বিষয় হয়, তখন কয়েকজন একইসঙ্গে বসেন। আর নীতি তৈরি করেন।” ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিষয়ে সুশীলা বলেছিলেন, “সবসময় নেপালকে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। (কিন্তু হিন্দিতে) একটি প্রবাদ বাক্য আছে - রাষ্ট্রাধরে একসঙ্গে বাসন রাখলে ঠোকাটুকি লাগবেই। এটা হয়। সর্বকালের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কেই ব্যাপারটা আলাদা বিষয়। নেপালের মানুষ এবং ভারতের মানুষের দুর্দান্ত সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটা অত্যন্ত ভালো। আমাদের প্রচুর আত্মীয়-স্বজন, আমাদের প্রচুর পরিচিত লোকজন...আমাদের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আছে।”

জীবনকৃষ্ণের জামিনের আবেদন খারিজ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ইডি আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ তৃপনুল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার। জনপ্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতাশালী জীবনকৃষ্ণ, আদালতে জোরাল সওয়াল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের। জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী, শিশুরও পরোক্ষভাবে লেনদেনে জড়িত, বলছে ইডি। যদিও জীবনকৃষ্ণের আইনজীবীর দাবি ছিল তাঁর মক্কেল কোনওভাবেই দুর্নীতিতে যুক্ত নন। তাই তাঁকে এবার জামিন দেওয়া হোক। তবে শেষ পর্যন্ত সব পক্ষে সওয়াল জবাব শোনার পর জীবনকৃষ্ণের আবেদন বাতিল করে দেন বিচারক। একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের আবেদন করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। এদিন শুনানি শুরুতেই জামিনের আবেদনের তীব্র আপত্তি জানাতে দেখা যায় ইডিকে। ইডির দাবি, প্রভাবশালী হওয়ায় কারণেই দুর্নীতির টাকা জীবনকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল। ফলে তাঁর জামিন হয়ে গেলে তদন্ত ব্যাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজের জন্য সমাধান মিলেছে, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য এবং মেট্রো

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজের জন্য সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিল রাজ্য এবং মেট্রো। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-কে দুই পক্ষ জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তারা ৯ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসে। রাজ্য জানায়, মেট্রো কাজ সম্পর্কিত সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। যে ব্যাপারে অ্যাডভোকেট জেনারেল এলিন সান্দিষ্ট বৈঠকের আলোচ্য বিষয় আদালতে তুলে ধরেন। দু’পক্ষের কথা শুনে আদালত জানিয়েছে, ভবিষ্যতে কোন্‌ও সমস্যা হলে তা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। এখন মেট্রোর কাজ নির্বিঘ্নে চলেবে বলেই মনে করছে হাইকোর্ট। চিংড়িঘাটায় মেট্রো প্রকল্পের জট কাটাতে সব পক্ষকে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনেই মেট্রো, আরডিএনএল, পরিবহন দফতর, পুলিশ, কলকাতা পুরসভা এবং নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। সকল প্রতিনিধিদের নাম হাইকোর্টকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ তখন জানায়, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বৈঠক হোক। আদালতের তরফে, এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্য রাখার আবেদন জানানো হয়। দিন ঠিক করে দিয়ে আদালত জানায়, পার্ক স্ট্রিটের মেট্রো ভবনে বেলা আড়াইটোর সময় বৈঠক করতে হবে এবং পরবর্তী শুনানির দিন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর বৈঠকের আলোচনার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই মতোই এদিন রাজ্য জানায়, মেট্রো কাজ সম্পর্কিত সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। চিংড়িঘাটা মেট্রোর জট সংক্রান্ত মামলায় জনস্বার্থে আলোচনার পরামর্শ দেয় আদালত। আদালতে আরডিএনএল-এর তরফে জানানো হয়, শুক্রবার সন্ধ্যে সাঁতটা থেকে শনিবার সকাল সাঁতটা, শনিবার সন্ধ্যে থেকে রবিবার সকাল এবং রবিবার সন্ধ্য থেকে সোমবার সকাল, এই ভাবে দুই সপ্তাহ কাজ করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। নিউ গড়িয়া থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রোর অরেন্ড লাইন চালুর কাজ বাববার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। চিংড়িঘাটায় রোজ হওয়া যানজটকেই এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। রেল বিকাশ নিগমের অভিযোগ ছিল, চিংড়িঘাটায় ৬৬৬ মিটারের সংযোগের সকায়ে এই মেট্রোপথ চালু করা যাচ্ছে না। অথচ এই মেট্রোপথ চালু হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এসে উদ্বোধন করেছেন মেট্রোর নতুন রুটের। বেড়েছে যাত্রীর সংখ্যা। কিন্তু এরপরেও কমাছে না ভোগান্তি। এখন মেট্রো ও রাজ্যের আলোচনার পর কাজ হবে থেকে শুরু হয়।

চামোলিতে নিখোঁজ ২০ জনেরও বেশি, আহত কম করে ১৪!

সংবাদ সংস্থা, দেৱাদুন, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ উত্তরাখণ্ডে টানা বৃষ্টির জেরে চামোলি জেলার নন্দনগর অঞ্চলের চারটি গ্রাম কার্যত মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্রবল ভূমিকম্প ও বন্যায় কুনতরি লাগাবালি, কুনতরি লাগাসরপানি, সেরা এবং ধুরমা গ্রামে ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৬০টিরও বেশি বাড়ি, একাধিক সেকান এবং গোয়ালঘর মাটির তলায় চাপ পড়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ১৪ জন নিখোঁজ এবং কমপক্ষে ২০ জন আহত বলে জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুনম্ব সিং ধামি। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২০০-রও বেশি। ধামি জানান, গুরুতর আহতদের মধ্যে এক শিশুকে হেলিকপ্টারে করে এআইআইএমএস ফ্রীকেশে পাঠানো হয়েছে। বাকি আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা চলছে। এদিন রাজ্য জরুরি কক্ষ ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চামোলির জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারির সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রান্ত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অবিলম্বে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। মোক উপত্যকায় ভারী বৃষ্টির জেরে মোক নদীর জলস্তর বিপজ্জনক হারে ফুলে ওঠে। নদীর তীর ভেঙে ধুরমা থেকে সেরা পর্যন্ত একাধিক বাড়ি ভেঙ্গে যায়। অস্তত ছ’টি বাড়ি ভেঙে গিয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কুনতরি লাগাবালি গ্রামে এক পরিবারের নারার দিকেও জোর দেওয়া নিখোঁজ। ধুরমা গ্রামে নিখোঁজ আরও দু’জন। ধামি আশ্বাস দিয়েছেন, যত ক্রত সম্ভব তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে। জেলার এক বাসিন্দা তথা হিরিয়ান রোড ক্রসের স্থানীয় শাখার সহ-সভাপতি নন্দন সিং জানিয়েছেন, লাগাতার কাদা ও বোঝার নেমে আসায় উজারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিন দিক থেকে ধসে পড়া পাহাড়ি মাটি গ্রামটিকে কার্যত গ্রাস করেছে। বহু মানুষ অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর জখম হয়েছেন। উল্লেখ্য, আগস্ট মাসেই নন্দনগর অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে একাধিক বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরা পড়েছিল। সেসময় গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার নতুন করে ধস নামায় আতঙ্ক আরও গভীর হল। গত দু’দিন আগে দেৱাদুন এবং সংলগ্ন অঞ্চলে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধসের জেরে ২১ জনের মৃত্যু হয়, নিখোঁজ হন ১৭ জন। তার পরেই চামোলির এই বিপর্যয় রাজ্যে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলল। প্রশাসন জানিয়েছে, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। উদ্ধারকাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

বিহারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা মোদীজির হাতেই। অমিত শাহ

হি. স., মগধ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই তীব্রতর হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মগধ ও শাহাবাদ অঞ্চলে বিজেপি কর্মীসভা ও জনসভায় উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাফ জানিয়ে দিলেন-এনডিএ এবার ৮০ শতাংশেরও বেশি আসন জিতবে এবং বিহারে আবারও মোদি-নেতৃস্থানীয় সরকার গড়বে। শাহ বলেন, “বিহারের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের একমাত্র পথ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতেই রয়েছে। যত শক্তিশালী হবে এনডিএ, তত দ্রুত বিহারের উন্নয়ন ঘটবে।” তিনি বিশেষভাবে মগধ ও শাহাবাদ অঞ্চলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে গতবার এখানে সাফল্য সীমিত ছিল, কিন্তু এবারে ঘরে ঘরে প্রচার চালিয়ে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তাঁর বক্তৃতায় শুধু উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নয়, বিরোধীদের কড়া সমালোচনাও ছিল। রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবকে নিশানা করে শাহ বলেন, “রাহুল এখন ঘুসপেটিয়া বাঁচাও যাত্রা করছেন। প্রশ্ন হলো-ঘুসপেটিয়াদের কি ভোটারদের বা চাকরির অধিকার দেওয়া উচিত?” তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস-আরজেডি জোট ক্ষমতায় এলে বিহারের প্রতিটি অঞ্চলে ঘুসপেটিয়াদের দলল বেড়ে যাবে। অমিত শাহর বক্তব্যে বিজেপির জাতীয়তাবাদী এজেন্ডার স্পষ্ট ছাপ ছিল। তিনি মানুষকে মনে করিয়ে দেন, কেউ কি ভেবেছিল অযোধ্যার রাম মন্দির হবে?

মোদীজি সেই স্বপ্নকে বাস্তব করেছে। একইসঙ্গে তিনি কান্দীর থেকে ধারা ৬৭০ প্রত্যাহার এবং তিন তালুক নিষিদ্ধকরণের মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন। বিজেপি শিবির মনে করছে, শাহর এই বার্তা কর্মীদের একদিকে যেমন উজ্জীবিত করবে, অন্যদিকে বিরোধীদের উপর চাপও বাড়াবে। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেস জোট ভোটের জন্য ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছে। শাহর মতে, সেই প্রচারে ঘুসপেটিয়াদের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর সেটিই বিজেপির কাছে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার। তিনি আরও বলেন, “এনডিএ সরকারই বিহারকে নিরাপত্তা ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা

দিতে পারে। তাই কর্মীদের দায়িত্ব, প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে এই সত্য পৌঁছে দেওয়া।” রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শাহর এই বক্তব্য শুধু বিজেপির ভেতরের কর্মীদের উৎসাহ দেওয়া নয়, বরং ভোটারদের মনেও জাতীয়তাবাদ ও উন্নয়নের বার্তা একসঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল। বিশেষ করে, মগধ ও শাহাবাদ অঞ্চলকে লক্ষ্য করে তিনি বিজেপির সাংগঠনিক ঘাটতি পূরণের ইঙ্গিত দিলেন। এই সভা থেকে শাহর স্পষ্ট বার্তা-বিহারের ২০২৫ নির্বাচন হবে কেবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং জাতীয়তাবাদ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রশ্নে একটি বড় যাত্রা। আর এনডিএকে সেই রায়ে বিপুল জয় এনে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেসের বুথ থেকে ভোটারদের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে, বিস্ফোরক রাহুল, দিলেন প্রমাণও

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ হাইড্রোজেন বোমা ফটিবের রাহুল গান্ধি। সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেস সাংবাদ দাবি করলেন যে কন্টিংকে ভোট চুরি করা হয়েছে। সফটওয়্যার ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে ফেলা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের জ্ঞানেশ কুমার ‘ভোটচোরের দের রক্ষা করছেন বলেও দাবি করেন রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি, টার্গেট করে কংগ্রেস সমর্থক, গরিব ও দলিত ভোটারের নামই বেশি বাদ পড়ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন- একটি বীণা গোলাবাহিরের নাম ব্যবহার করে ১২ জন ভোটারের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। রাহুলের অভিযোগ, ভুয়া আবেদনপত্র ও স্বয়ংক্রিয় ফিলিং-এর মাধ্যমে ভোট বাতিল করা হচ্ছে। ওটিপি ট্রেইল, আইপি চিকানা ইত্যাদি প্রশ্নের বাববার জবাব চাওয়া হলেও, কমিশন তা মেনে নিচ্ছে। ২০২৬ সালে কন্টিংক বিধানসভা নির্বাচনের সময়, রাজ্যের বাইরে থেকে ভুয়া লগ ইন ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে ভোটারদের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। রাহুল আরও বলেন, “একের পর এক নির্বাচনে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ লক্ষ লক্ষ ভোটারদের টার্গেট করছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষ করে যারা বিরোধীদের ভোট দেন। আমাদের কাছে ১০০ শতাংশ প্রমাণ রয়েছে। আমি নিজের দেশকে ভালবাসি। আমি

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ভালবাসি এবং এই প্রক্রিয়াকে রক্ষা করছি। আমি এখানে এমন কিছু বলব না যে যার ১০০ শতাংশ প্রমাণ নেই। এবার আপনারা বিচার করুন।”

জানেন না।” কন্টিংকের সিইও ও সিআইডি তদন্ত চালাচ্ছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রাহুলের। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধি

দাবি করেন রাহুল। রাহুল গান্ধির এই দাবি করার কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন উড়িয়ে দিল বিরোধী দলপন্যের সমস্ত দাবি। বলা হল, রাহুল গান্ধির সমস্ত দাবি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। অনলাইনে কোনও ভোট ডিলিট করে দেওয়া যাবে না। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে সাফই দিয়ে বলা হয় যে অনলাইনে ভোট ডিলিট করা যায় না। কোনও ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে, কোনওভাবে ভোট ডিলিট করা যায় না। রাহুল গান্ধির যে ভোট ডিলিট করার দাবি করছে, তার পরিত্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জানায় যে কন্টিংকের আলদ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট ডিলিট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন নিজেই এফআইআর দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত, আজই কংগ্রেস সাংবাদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেন যে কন্টিংকের আলদ আসনে সফটওয়্যার দিয়ে ৬ হাজারের বেশি ভোট ডিলিট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। মূলত কংগ্রেসের যেখানে শক্ত ঘাঁটি, সেখানের ভোট ডিলিট করে দেওয়ারই প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ওই আসনে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস গ্রাধী বিহারের পাটলি ১০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এই ভোট চুরি রূপেই সরব হন রাহুল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য সামনে আনার চ্যালেঞ্জ করেছেন।

কন্টিংকের আলদে ৬ হাজার ১৮ জন ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা ধরা পড়ে যায় বলেই জানান রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, “একজন বুথ হেভেল অফিসার দেখেন যে তাঁর কাকার ভোটে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতে পারেন যে প্রতিবেশী ডিলিট করে দিয়েছেন। তিনি সেই প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করেন। ওই প্রতিবেশী জানান যে তিনি এই বিষয়ে কিছুই

চ্যানেল ও সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মান প্রদান



বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, (হুগলি)ঃ ডিজিটাল ইন্ডিয়ান গোল্ডেন ইন্ডিয়া চ্যানেল ও পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ পূরণ উপলক্ষে সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান কোন্নগর পৌরসভার হলে অনুষ্ঠিত হলো। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরই সঙ্গে এই সংবাদপত্রের পূজোৎসংখ্যাও প্রকাশ করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পৌরসভার সি,আই,সি, সস্ত্রেশ সিং, ডানকুনি পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রীমতি হাসিনা শবনম, কোন্নগর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান দৌতম দাস, শ্রীরামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান গিরিধারী সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সেরা বঙ্গসন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় ভারতীয় দলের পাওয়ার লিফটার শম্পা গুহ কে, এছাড়াও সম্মানিত করা হয় সাংবাদিক সমিত দিনহা ও হেমন্ত যেকব কে এবং ভারতীয় থিয়েটার চর্চা কে বিশেষ দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মনীশ মিশের প্রতিনিধি অরিত্তিত চক্রবর্তী কে সম্মানিত করা হ়, বাংলা ও বাঙ্গালীর নিয়ে লড়াইয়ের জন্য গর্গ চ্যাটার্জিকে সম্মানিত করা হয়। সম্মানিত করা হয় পূজা স্বর্ণ জিত ও সুজয় প্রিয়াক্ষকে । লেখনির মাধ্যমে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সুবীর মুখার্জি মহাশয় কে সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়। জেলায় মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য সোমনাথ বট্যাল্য, কাজী জিয়াউল হক সহ একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিককে সম্মানিত করা হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক শুভ জ্যোতি চক্রবর্তী ও কাঁর্থনিরবাহি সম্পাদিকা শ্রীমতি সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তীসব্বিকে পুষ্প স্তবক, উত্তমীয়া, স্নানাক, মিষ্টির পাওকে এবং পূজো সন্ধ্যার বই দিয়ে বরণ করে নেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভ জ্যোতি চক্রবর্তী।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ ভিত্তিহীন, জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন



নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ ‘ভুল’ ও ‘ভিত্তিহীন বলে দাবি করলো নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারই সাংবাদিক বৈঠক করে কণািকের আলান্দ কেন্দ্রে ৬০১৮ জন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ ‘ভুল’ এবং ভিত্তিহীন। জনসাধারণের কোনও সদস্য অনলাইনে কোনও ভোট মুছে ফেলতে পারবেন না, যেহেঁাত্তি রাহুল গান্ধীর ভুল ধারণা। ২০২৬ সালে আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য কিছু ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্তৃপক্ষ নিজেই একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। রেকর্ড অনুসারে, আলান্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৮ সালে সুভাষ গুপ্টেদার (বিজেপি) এবং বি আর পাটিল (কংগ্রেস) জয়ী হয়েছিলেন।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাব্যবদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম অ্যান্ড্রেশ নির্যেসে অনুযায়ী ঘাপা হচ্ছে।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী বার্তা



অংশীদার। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশকে ভারত যেমন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনিই যুক্তরাষ্ট্রও ভারতের বাজার ও জনশক্তিকে বৈশ্বিক ভারসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সময় থেকেই ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক এক নতুন মাত্রা পায়। যদিও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, বিশেষত শুষ্কনীতি ও বাজার খোলার প্রশ্নে, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বেড়েছে বহুগুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত আজ আত্মাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আমদানি করছে। একেইসঙ্গে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুই দেশের নৌসেনার যৌথ মহাাও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্ব পেয়েছে। ট্রাম্প-মোদী সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকেও মোদী ও ট্রাম্পের বোঝাপড়া যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। ২০১৯ সালে হিউস্টনে আয়োজিত ‘মোদী’ অনুষ্ঠানে দুই নেতা মঞ্চ ভাষ করে নিয়েছিলেন। সেদিন প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয়-আমেরিকান নাগরিকের সামনে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকার আসল বন্ধু হল ভারত। অন্যদিকে মোদীও প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। যদিও রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, তবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতায় কোনও আঁচ আসেনি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের বার্তা বর্তমানে আমেরিকার রাজনীতিতে

পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা দেখার পরিবর্তে টকা আদায়ে বাস্তু পুলিশঃদিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের উপলক্ষ্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। পুলিশকেও আক্রমণ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিবর্তে, পুলিশ টাকা আদায়

করছে। নেতারাও তাদের সাথে জড়িত। অপরাধ অথবা দুর্নীতি ঘটছে, এটাই পশ্চিম মবঙ্গের দুর্ভোগ্যা দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, দ্য বেক্সল ফাইলস ছবিটি বাংলায় মুক্তি পায়নি, তাই প্রায় ৫০ জন দলীয় কর্মী ট্রেনে করে বালেশ্বর যাচ্ছেন দ্য বেক্সল ফাইলস দেখতে।

আমরা সেখানে ছবিটি দেখব এবং এখানেও মুক্তির দাবি জানাব। শিক্ষা মন্ত্রকের সিবিসই, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও নবোদয় স্কুলগুলিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এটা একেবারেই ঠিক।

প্রধানমন্ত্রী মোদী কেবল আমাদের দেশেই জ্ঞান নয়, সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান অনুপ্রেরণা নেতা, সেমিটিভি জন্য সর্বত্র মানুষ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।দুর্নীতি ঘটছে, এটাই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ ঘোষ আরও বলেন, দ্য বেক্সল ফাইলস ছবিটি বাংলায় মুক্তি পায়নি

কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই, আরজেডি-র ভরসাতেই টিকে থাকতে হচ্ছেঃগিরিরাজ সিং-এর তীব্র কটাক্ষ

বেগুসরাই,১৮ সেপ্টেম্বর(হিংস)ঃ বেগুসরাইয়ের রাজনীতির মঞ্চ থেকে ফের একবার সরাসরি আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা গিরিরাজ সিং। বৃহস্পতিবারই বিহারের বেগুসরাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কংগ্রেস এবং আরজেডি-কে একযোগে নিশানা করেন। তাঁর বক্তব্যে একদিকে যেমন উঠে এল কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক দুর্বলতার চিত্র, তেমনিই আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের সাম্প্রতিক বিহার যাত্রা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ শোনা গেল। গিরিরাজ সিং-এর মতে, আশ্বিনের দিনে কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্বই অবশিষ্ট নেই, তারা কেবল আরজেডি-র হাত ধরে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। আর তেজস্বী যাদবের যাত্রা আদতে কোনও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিকূলন নয়, বরং তাঁর অসহায়তার প্রকাশ। তেজস্বী যাদবের যাত্রাকে কটাক্ষকয়েকদিন ধরেই তেজস্বী যাদব রাজা জুড়ে এক রাজনৈতিক সফরে বেরিয়েছেন। বিহার জুড়ে তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোান তৈরি হয়েছে। কিন্তু গিরিরাজ সিং এই যাত্রাকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, তেজস্বী যাদব যা করছেন, তা কোনও যাত্রা নয়। তিনি অসহায়। তিনি জানতেও পারলেন না কবে রাহুল গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জমি লুট করে নিলেন। তেজস্বী এখন সেই অবস্থায় পৌঁছেছেন যেখানে তাঁকে বারবার প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তিনি নিজগতভাবে শক্তিশালী।এই মন্তব্য বিজেপ রাজনৈতিক কটাক্ষ নয়, বরং এর মধ্যেই ফুটে উঠছে বিহারের বিরোধী শিবিরে দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের ইঙ্গিত। তেজস্বী দীর্ঘদিন ধরেই বিহারের রাজনীতিতে বিকল্প নেতৃত্ব গার চেষ্টা করছেন। বিশেষত নীতীশ কুমারের অস্থির জোট রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি নিজেকে স্থায়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। কিন্তু বিজেপি নেতাদের মতে, তাঁর



এই প্রয়াস আসলে লোকদেখানো এবং ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের প্রতি সরাসরি আক্রমণগিরিরাজ সিং-এর মন্তব্যের মূল কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস। তাঁর মতে, স্বাধীনোত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে একসময় যে দল দীর্ঘকাল শাসন করেছে, আজ তাদের অবস্থা তথৈবচ। তিনি বলেন, কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব নেই। তারা কেবল আরজেডি-র ভঙ্গসায় টিকে থাকতে চাইছে। বিহারে তাদের কোনও সংগঠন নেই, নেই একেবারে জনপ্রিয়তা। আজ যদি আরজেডি তাদের কাঁধ না দেয়, কংগ্রেস রাজনীতির ময়দান থেকে একেবারেই মুছে যাবে।এই বক্তব্য নিছক সমালোচনা নয়, বরং বিজেপির কৌশলগত রাজনীতির অংশ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনেও সামনে রেখে বিজেপি একদিকে নীতীশ কুমারের জোটসঙ্গী হিসেবেই এগোচ্ছে, অন্যদিকে বিজেপী শিবিরকে দুর্বল ও বিভক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। আর সেই প্রেক্ষিতেই কংগ্রেসকে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করা বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। রাহুল গান্ধীকে তোপগিরিরাজ সিং কেবল তেজস্বী বা কংগ্রেসকেই নয়, সরাসরি আক্রমণ করছেন রাহুল গান্ধীকেও। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধী আরজেডি-র সমস্ত রাজনৈতিক গ্ল্যানায় লুট করেছে। তেজস্বী এখন তাঁর ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি

করতে চাইছে। জনমানসে প্রতিক্রিয়াগিরিরাজ সিং-এর বক্তব্য বিহারের সাধারণ মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। গ্রামীণ ভোটব্যাঞ্চে আরজেডি এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। বিশেষত যাদব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট একাংশে এখনও আরজেডি-র দিকেই ঝুঁকে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের সংগঠনিক দুর্বলতা ও জনহিত্তির অভাব সত্যিই বিরোধী শিবিরকে সমস্যায় ফেলছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষণেদের মতে, বিজেপি জানে কেবল নীতীশ কুমারের ভরসায় তারা এগোতে পারবে না। তাই বিরোধী শিবিরকে দুর্বল ও বিভক্ত করে দেওয়া তাদের মূল উদ্দেশ্য। গিরিরাজ সিং-এর মন্তব্য সেই কৌশলগত আক্রমণেরই অংশ। উপসংহারবেগুসরাই থেকে গিরিরাজ সিং যে সুর তুললেন, তা নিছক ব্যক্তিগত কটাক্ষ নয়, বরং আসম নির্বাচনী রাজনীতির বাস্তবাহক। কংগ্রেসকে অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করা, আরজেডি-কে অসহায় দেখানো এবং রাহুল গান্ধীকে বন্ড করা-সব মিলিয়ে বিজেপি তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য স্থির করেছে। এখন দেখার বিষয়, কংগ্রেস ও আরজেডি কীভাবে এই আক্রমণের জবাব দেবে।বিহারের রাজনীতির অঙ্গনে লড়াইটা তড় এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে-এখানে কোনও দল এককভাবে জিততে পারবে না। জোটই শেষ পর্যন্ত ফলস্বরূপ করবে। কিন্তু সেই জোটে কংগ্রেসের ভূমিকা কতটা, আরজেডি কতটা শক্তি ধরে রাখতে পারবে এবং বিজেপি কতটা নিজের জয়গা মজবুত করতে পারবে-সেই অঙ্কই আগামী দিনে বিহারের ভবিষ্য রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করবে।কারণ ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি এক দিকে নিতীশ কুমারের জোটসঙ্গী হিসেবেই এগোচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরকে দুর্বল ও বিভক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

প্রতিটি বাজেটে জনশক্তি দক্ষ করার ওপর জোর দিয়েছে কেন্দ্রঃনির্মলা সীতারমন



নয়াদিল্লি,১৮সেপ্টেম্বরনয়াদিল্লির মঞ্চ থেকে ফের একবার স্পষ্ট করে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন-ভারতের ভবিষ্য গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেবে দক্ষ মানবসম্পদ। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত আইএফকিউএম-এর বার্ষিক সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, গত দুই থেকে তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিটি অধ্যায়েই জনশক্তিকে দক্ষ করে তোলার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণকে কেবল আনুষ্ঠানিক পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব ক্ষেত্রেও সঙ্গুষ্ট করে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।নির্মলা সীতারমন এদিন বলেন, গত ২-৩ বছরের প্রতিটি বাজেটে আমরা মানবসম্পদকে দক্ষ করার প্রকল্প এনেছি। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি, বরং সেইবাব কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিয়েছি যাদের কাছে দক্ষতার উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর মতে, ভারত যদি আগামী দিনে একটি বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চায়, তবে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি মানবসম্পদকেও বিশ্বমানের দক্ষতায় তৈরি করা জরুরি।অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বিকশিত ভারতের চিত্রাভাবনা শুধুমাত্র রাস্তা, সেতু, শিল্পাঞ্চল নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে মানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরিতে। শুধু নামমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, বরং কোন স্তরে, কোন খাতে দক্ষতা বাানো জরুরি এবং তার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন-তা নিজেই আমাদের পরিকল্পনাদীপীতারমন উল্লেখ করেন, পরিসেবা আওত ভারতের সাফল্যের গল্প আজ সারা বিশ্বে আলোচিত। কিন্তু ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে শুধু পরিসেবা খাত নয়, উপাদান ক্ষেত্রেও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রযুক্তি, কৃষি থেকে উপাদান-প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষতার উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র সংখ্যার বিচারে প্রশিক্ষণ ব্যাঞ্ছে না, বরং প্রশিক্ষণের মান এবং ব্যবস্থ প্রয়োগ ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই কারণেই বাজেটের প্রতিটি খাতে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হয়েছে।অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও পরিষ্কার করে দেন, ভারত বিকশিত রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাইছে। একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাই আগামী দিনের মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ভারতীয় পরিষেবা ও উপাদান খাত বিশ্ববাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারবে।নির্মলা সীতারমনের এদিনের এই বার্তা কার্যত ইঙ্গিত দিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যোষিত বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর রূপরেখায় মানবসম্পদ উন্নয়ই অন্যতম ভিত্তি। দক্ষ কর্মশক্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে আগামী ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা।

বৈষ্ণে দেবী যাত্রা পুনরায় শুরু, আনন্দে ভাসছেন পুণ্যার্থীরা

জম্মু ও কাশ্মীরঃজম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে মেঘলা আবহাওয়া, টানা বৃষ্টিতে পাহাাি পথে নেমেছিল বিপদ। সেই কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মাতা বৈষ্ণে দেবীর যাত্রা। বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ আবহাওয়ার রুহরুহে স্থগিত হয়ে যায় লক্ষাধিক ভক্তের বহুল আকাক্ষিক্ষিত তীর্থযাত্রা। তবে এক রাতের অপেক্ষার পর বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায় ফের খুলে দেওয়া হল রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার। আর যাত্রা পুনরায় শুরু হতেই ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের ঢেউ।শ্রী মাতা বৈষ্ণে দেবী শ্রাইন বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, আবহাওয়া কিছুটা স্বাভাবিক হওয়াে তীর্থযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথের একাধিক ছবি প্রকাশ করা হয়, যাতে দেখা যায় ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তরা পথে হেঁটে যা ঘোড়ায় চড়ে মা বৈষ্ণে দেবীর দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।দীর্ঘ অপেক্ষার পর তীর্থযাত্রা শুরু হওয়ায় ভক্তদের মুখে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস। জম্মুর কাটরায় এক ভক্তকে বলতে শোনা যায়, আজ যাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা গতকালও এসেছিলাম, কিন্তু বিকেল ৫.৩০ নাগাদ আবহাওয়ার কারণে যাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ ভোরে যাত্রা শুরু হতেই আমরা মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে। আমি অত্যন্ত খুশি।প্রসঙ্গত, বৈষ্ণে দেবীর যাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় ভ্রমণ নয়, কোটি প্রতীক। হিন্দু ভক্তদের কাছে এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতীক। দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ জম্মুর কাটরা হয়ে পাহাড়ি পথে মায়ের দর্শনে যান। খারাপ আবহাওয়া, ভূমিধস কিংবা প্রবল বৃষ্টির কারণে মায়েমধ্যেই যাত্রা ব্যাহত হলেও, প্রতিবারই আবহাওয়া স্বাভাবিক হতেই পুনরায় যাত্রা শুরু হয়। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্থগিতাদেশের পর বৃহস্পতিবার থেকে ফের শুরু হল মায়ের দরবারে পৌঁছনোর অমোঘ যাত্রাপথ। যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ায় ভক্তদের মধ্যে যেন নতুন উদ্যম জেগে উঠেছে। পুণ্যার্থীরা বলছেন, এই সামান্য বিঘ্ন মায়ের ইচ্ছা, তবে শেষমেশ তাঁরই আশীর্বাদে আবার শুরু হয়েছে যাত্রা।কাটরা শহরজুড়ে এদিন সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। স্থানীয় দোকানপাট, যাত্রাপথের পাশ, পাহাড়ি পথজুড়ে ভক্তদের গান, স্লোগান ও প্রার্থনার সুরে মুগ্ধরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। একাধিক ভক্তের দাবি, যতই বাধা আসুক, মায়ের ডাকেই আমরা আসি। মায়ের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি মেলে না।শ্রাইন বোর্ড জানিয়েছে, নিরাপত্তা ও ভক্তদের সুবিধার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি চিকিৎসা শিবির, বিশ্রামাগার ও পর্যাপ্ত জল-খাবারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।এক রাতের অস্থিরতা কাটিয়ে বৈষ্ণে দেবী যাত্রা পুনরায় শুরু হওয়ায় জম্মুর পাহাড়ি অঞ্চল যেন আবার ভক্তির আবেশে ভরে উঠল। হাজার হাজার পুণ্যার্থীর কণ্ঠে একটাই ধ্বনি-জয় মাতা দি।

মৃন্ময়ী রূপ দেখতে, টাকি জমিদার বাড়িতে ঠাকুর দালানে ভিড় জমাচ্ছে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুলায় টাকির জমিদার বাড়ির প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতির লোককথা দালানকোঠায় আট্টে জড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে টাকি পুরের বাড়ি ইতিহাস একেবারে প্রাচীন এখানকার ঠাকুরী রূপ এক কাঁচামের রথের দিন কাঁচাম পূজোর মধ্য দিয়ে মায়ের আগমনী বার্তা শুরু হয় মহালয়ার দিন থেকে পরিপনেকে পূজো শুক হয় পঞ্চমী থেকে দশমিক পর্যন্ত এই পূজোর দালানকোঠায় বীর্ঘমান রাজ্য চালিয়ে ভিন ভিন্না এমনকি বিদেশী দর্শনার্থী দাও সেখানে কোনে একেদ দিন এক এক রকমের পূজো উপলক্ষে ডুরিভাজ হয় আর তার প্রসাদ গ্রহণ করেন সবাই আর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হলো টাকির বিসর্জনের বিজয় দশমী ভারত বাংলাদেশে সীমান্তের ইছামতি নদীর পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তারার পূর্বের বাড়ির প্রতিভা বিপর্যন না হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য জমিদার বাড়ি বিশেষ করে রায়চৌধুরী বাড়ি মুখার্জি বাড়ি চক্রবর্তী বাড়ি ঘোষ বাড়ি সহ একাধিক বারোয়ারী পূজো প্রতিভা নদীর ঘাটে নিয়ে যেতে পারবেন না অবিভক্ত বাংলা থেকেই এই রীতি পরম্পরা এখনো প্রচলিত এক নির্দশন এখনো ওপর বাংলাদেশে থেকে বহু দর্শনার্থীরা এখনো আসেন প্রতিভা দেখতে আসেন ওপার বাংলাদেশের দর্শনাথীরা আর বরাবরই ইছামতিদের টাকির বিসর্জন দুই বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতি জারি রয়েছে। টাকি পূর্বের বাড়ি নতুন প্রজন্মের সদস্য শর্মিষ্ঠা ঘোষ বলেন আসসা এখনো প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতি মেনে চলি বিশেষ করে ভিসার জন্য দিন মা পাস্তা ভাত কচু শাক চালপার চাটনি। বাপের বাড়ি থেকে শ্রুশ্রুত বাড়িতে যান ২৪ বেহারার কাখে চড়ে তিন কিলোমিটার শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে টাকির রায়বাড়ি ঘাট মা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে নিমিত থিত্ব দিয়ে ইছামতি নদীতে প্রথম বিসর্জনার্য তারপর একে একে জমিদার বাড়ি বারোয়ারী পূজোর রূপরেের প্রতিভা গুলো নিরাঞ্জন হয়।

দূরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃআজ আপনি একটি নতুন শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা এবং পরামর্শের প্রশংসা করা হবে, যা আপনার অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
বৃষঃ অফিস থেকে ডাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। বিবাহের যোগ হবে না।
মিথুনঃআজ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র দিন হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে।
শুভ দিন
কর্কট রাশি : ৪ অে পু ঞে। জ নী য় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ দিন হবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।
কর্মাঃআপনার আশা একটি সুঃ দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্তুতি হবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অস্বীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হ্রদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেমারী সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।
কুন্ডঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা বজায় রাখবেন।। নিরামতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে যে প্রচেষ্টা করা হবে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আজ।
মীনঃ জীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করনা। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যারা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।
ধুমিততে ভরা একটি দিন যেখানে স্ত্রী আনন্দ দিতে চেষ্টা করবে। আজ, আপনার প্রেমিকা আপনার নিজের অনুভূতিগুলি প্রকাশ্যে আপনার সামনে জানাতে পারবেন না, যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদাররা সহায়ক

অবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরোখার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ফ্রন্ট২৩ রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে বৃহঃ বার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরতের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খন্ড, বাকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ে হাওয়ায় জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস।। আওপক্ষে। আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সোয়ার ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৭টা ১১মিনিটে। সূর্য অস্তঃ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

অফবিট

লাদাখের চরম আবহাওয়ায় কীভাবে বেঁচে থাকেন ভারতীয় সেনারা?

পি. ঘোষ

ভারতীয় সেনারা লাদাখের দুর্গম সীমান্তে শুধু শত্রুর মুখোমুখি হন না, প্রতিদিন তাদের লড়াই করতে হয় প্রকৃতির চরম রূপের সঙ্গেও। ১৫ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় কম অক্সিজেন, কনকনে ঠান্ডা আর কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যে দুঢ় মানসিক শক্তি দরকার, তারই পাশাপাশি সমানভাবে প্রয়োজন টিকে থাকার জন্য, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচিক খাবার ও পুষ্টি।

● **১০ হাজার ফুটের ওপরে জীবনের কঠোর বাস্তব**

এই উচ্চতায় মানুষের শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রম শুরু করে। অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে হাটাচালার মতো সাধারণ কাজও ম্যারাথন সৌডের মতো মনে হয়। সেনারা নিয়মিত দায়িত্ব পালনের আগে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কখনও মাসের পর মাস অ্যাক্রিমাটাইজেশনের (পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার) প্রশিক্ষণ নেন। তবু শরীরের উপর চাপ বেড়ে যায়, ক্যালোরি খরচ আকাশছোঁয়া হয়, পেশির ক্ষয় তো বটেই ওজনও দ্রুত কমতে থাকে। অনেক সময় এক-দুই মাসের মধ্যেই এক একজনের ১০-১৫ কেজি ওজন কমে যেতে দেখা যায়।

● **ঘরোয়া হাঙ্গের সান্ত্বনা**

লাদাখের চরম প্রাকৃতিক দৃশ্য খাবার শুধু শক্তি জোগানোর উপায় নয়, মানসিক ভরসারও জায়গা। গরম পরোটা-আচার বা ধোঁয়া ওঠা ডালভাতের প্লেট - ক্লাস্তিকর টহলের পর এগুলো মনোবল বাড়িয়ে দেয়। বাড়ি থেকে আনা আচারের বোতল বা ম্যাগির প্যাকেটও প্রিয় রান্নাঘরের স্মৃতি



ফিরিয়ে আনে। কঠিন পরিবেশে এই সাধারণ ভারতীয় খাবারগুলিই হয়ে ওঠে বিলাসিতা।

● **রেশন প্যাকের গল্প**

প্রতিটি রেশন প্যাকের পরিকল্পনা করা হয় তাৎক্ষণিক শক্তি আর উষ্ণতা দেওয়ার জন্য। তাড়াহুড়োি থুকোজ পেতে চকোলেট, ক্যালোরির চটজলদি উৎস হিসেবে ড্রাই

ফ্রুটস, সহজপাচ্য খাবারের জন্য ইনস্ট্যান্ট নুডলস বা সুপ - সবই থাকে। শীতকালে সেনারা স্টোভ ঘিরে বসে থিউডি বা ডালের মতো ওয়ান-পট খাবার রান্না করেন যা হালকা, সহজে হজম হয়, আর শরীর গরম রাখে। রান্না বন্ধ থাকা দীর্ঘ শীতের দিনে মূলত ফ্রোজেন খাবারই ভরসা। এপ্রিল থেকে

আগস্ট পর্যন্ত কয়েক মাসে রসদ আসার পথ

খোলে, তখনই তাজা সবজি ও ফল সেনাশিবিরে পৌঁছতে পারে। বছরের বাকি

সময় প্যাকেটজাত সংরক্ষিত খাবারই বাঁচার

একমাত্র ভরসা।

● **উচ্চতায় কেন এত ক্যালোরি দরকার?**

সাধারণ মানুষের জন্য দৈনিক প্রস্তাবিত

সৌদির সঙ্গে চুক্তি পাকিস্তানের

সংবাদ সংস্থা, রিয়াদ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিরক্ষা নিয়ে বড় চুক্তি পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে। পাকিস্তানের উপরে হামলা করলে, তা সৌদি আরবের উপরেও হামলা বলে গণ্য করা হবে। একইভাবে সৌদি আরবের উপরে হামলা হলেও, তা পাকিস্তানের উপরে আক্রমণ বলে ধরা হবে। বুধবার রিয়াদে সৌদি আরবে যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমানের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এরপরই দুই দেশের মধ্যে ‘কৌশলগত এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি’-তে স্বাক্ষর করে। এদিকে, পাকিস্তান-সৌদি আরবের চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ভারতও পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছে বলে জানিয়েছে। ভারত জানিয়েছে, এই চুক্তি দুই দেশের দীর্ঘকালীন বোম্বাণ্ডার্কৈই নিশ্চিত করল। সৌদির যুবরাজের আমন্ত্রণেই রিয়াদ গিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোম্বাণ্ডা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যে কোনও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে একসঙ্গে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘ আট দশকের বন্ধুত্বের উপরে ভিত্তি করেই এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সৌভাব্য ও ইসলামিক ঐক্য যেমন এই চুক্তির ভিত্তি, তেমনিই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের



সহযোগিতাও অন্যতম একটি স্তম্ভ। এই চুক্তি দুই দেশের নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করবে এবং শান্তি অর্জন করতে সাহায্য করবে। জঙ্গি হানায় পাকিস্তানের মদত নিয়ে অভিযোগে দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি পাক জঙ্গিদের পহেলগাঁওতে হামলা এবং তারপর অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারত। এরপরই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। সেই আবেহে সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের এই চুক্তি বিশেষ ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সরকার এই বিষয়ে অবগত। এতে আমাদের দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিবস্থার উপরে কী প্রভাব পড়তে পারে, তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে। সরকার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা উচিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। চলতি বছরেই এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদি যৌন রিয়াদে গিয়েছিলেন, সেই সময় সৌদি আরবও পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করেছিল।

মাদক উৎপাদন ও পাচারে ট্রাম্পের নিশানায় ভারত-পাকিস্তান



সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ
আবারও কড়া ভাষায় একাধিক দেশকে নিশানা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া এক বার্তায় তিনি ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার ও চিন-সহ ২৬টি দেশকে বড় মাদক উৎপাদক ও পাচারকেন্দ্র বলে দাবি করেছেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, সেই তথ্যাকথিত তালিকা তৈরি করা হয় মূলত সেই দেশগুলিকে চিহ্নিত করতে, যেখান থেকে অবৈধ মাদক সরাসরি উৎপাদিত হয় বা যাদের ডুপগুকে পাচারের পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তালিকায়, আফগানিস্তান, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো-সহ একাধিক দেশ রয়েছে। এর মধ্যে আফগানিস্তান, বলিভিয়া,

কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ও মায়ানমারকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ট্রাম্প বলেন, এই দেশগুলি মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যত ব্যর্থ। তবে মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের ব্যাখ্যা, তালিকাভুক্ত হওয়া মানে এই নয় যে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার মাদক দরনে নিষ্ক্রিয়। বরং ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ ধরনের দেশগুলিতে অবৈধ উৎপাদন বা পাচারের সুযোগ তৈরি হয়। ট্রাম্প বিশেষভাবে চিনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ফেন্টানিল তৈরির মূল কাঁচামাল তথা প্রকর্সর কেমিক্যালের সবচেয়ে বড় উৎস হল বেজিং। এগুলি কেবল আমেরিকা নয়, গোটা বিশ্বে সিলেট্রি ড্রাগসের মহামারী ছড়িয়ে দিচ্ছে। আফগানিস্তান প্রসঙ্গে ট্রাম্পের দাবি, তালিবান সরকার প্রকাশ্যে মাদক নিষিদ্ধের কথা বললেও, অফিম মজুত ও উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। উল্টে এর থেকেই অর্থ উপার্জন করছে তালিবানের একাংশ। ফলে মার্কিন স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য আফগানিস্তান গুরুতর হুমকি বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, অবৈধ মাদকের ব্যবসা সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধকে অর্থ জোগাচ্ছে। বিশেষত ফেন্টানিল পাচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ স্বাস্থ্য সঙ্কট তৈরি করেছে। ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের মধ্যে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মাদক। শুষ্ক ইস্যুতে এমনিতেই ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে চিহ্ন ধরেছে। যদিও এই মুহুর্তে আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশ পরিস্থিতি শান্তিবাকি করছে চেষ্টায়। কিন্তু এরই মধ্যে এবার মাদক ইস্যুতে ট্রাম্পের দাবি শোরগোল ফেলে দিয়েছে। আপাতত ম্যাদিল্লির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া না দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছে, বিষয়টি নিয়েও কড়া অবস্থান নেবে মোদি সরকার। কারণ ট্রাম্প পারতপক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে দিয়েছেন ভারতকে।

রাষ্ট্রসংঘের নিন্দা উপেক্ষা করে গাজায় ইজরায়েলের হামলা অব্যাহত, ২৪ ঘণ্টায় নিহত ৯৮, আহত বহু

সংবাদ সংস্থা, গাজা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ
রাষ্ট্রসংঘের নিন্দা, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গাজায় ফের বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইজরায়েলি সৈন্যের আক্রমণে ৯৮ প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহতের সংখ্যা ৬৮৫। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, নিহত ও আহতের সংখ্যা আরও বেশি পড়তে পারে। সব দেহ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা হতে আছে। রাষ্ট্রসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন চাপে গত বছর মার্চে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল ইজরায়েল। কিন্তু শর্ত ভেঙে চলতি বছরের জুন থেকে নতুন করে হামলা শুরু করেছে তারা। ২০২৬-এর অক্টোবরে সংঘাত শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের হামলায় ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ সদা প্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিহত ও আহতদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। ইজরায়েলি সেনা ত্রাণ শিবির, হাসপাতালের উপরও বোমা নিক্ষেপ করে। মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট প্রকাশের পর ইজরায়েল তা অস্বীকার করার পাশাপাশি নতুন করে হামলা চালিয়েছে গাজায়। ইসরায়েলি বাহিনীর এই নৃশংসতাকে যৌন রিয়াদে গিয়েছিলেন, সেই সময় সৌদি আরবও পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করেছিল।



রাষ্ট্রসংঘের একটি তদন্ত কমিটি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পাঁচটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে কোনও হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা বলে থাকে রাষ্ট্রসংঘ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি বাহিনীর অত্যাচারে তারমধ্যে চারটির নজির মিলেছে। সেগুলি হল, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর লোকজনকে হত্যা করা, তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করা। ইচ্ছাকৃতভাবে গোষ্ঠীটিকে নিশ্চিহ্ন করতে

পরিকল্পিত পরিস্থিতি তৈরি করা এবং জন্ম রোধ করা। সাম্প্রতিক অতীতে কোনও হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্রসংঘ গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দেয়নি। এর জেরে ইসরায়েলের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের রান্ধা প্রসঙ্গ নই। বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে ইজরায়েলের সবচেয়ে ড সুবিধা হল অন্যত্র মানবাধিকারের পক্ষে উচ্চকণ্ঠ আমেরিকা তাদের পাশে আছে। যদিও এক পর্যায়ে মার্কিন



ইতিমধ্যেই ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার হাতে তুলে দিয়েছে। শুরু হয়েছে জিঞ্জাসাবাদ পর্বও। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, তারা সত্যিই মৎস্যজীবী নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বোআইনিভাবে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছিলেন। পিয়ারও ডিস্কেল কলকাতা-র তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের দায়েই ট্রলার আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার পূর্বগুণীপুর গ্রামে। বাকিদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়ি

কাছে। বাংলাদেশের নৌবাহিনীর দাবি, ওই মস্যাজীবীরা গভীর রাতে আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমায় ঢুক পড়ে মাছ ধরছিলেন। বাংলাদেশি টহলদারি হাজহের নজরে পড়তেই তৎক্ষণাৎ তাদের ধাওয়া করে আটক করা হয়। বিগত কয়েক মাসে এই ধরনের একাধিক ঘটনাই ঘটেছে উপকূল অঞ্চলে। কখনও ভারতীয়রা প্রেফতার হয়েছে, কখনও উল্টেটা। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশ-ভারতেরে সাম্প্রতিক সম্পর্কের নিরিখেই এত বেশি কড়াকড়ি চলছে।

বিহারে শিক্ষিত বেকারদের জন্য নয়া ভাতা প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

হি.স., পাটনা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ বিহারে ভোট জেতার লক্ষ্যে আবারও খয়রাতির পথে মোদি-নীতীশ জুটি-এমনই ইঙ্গিত বিরোধীদের। ভোটের মাত্র দু’মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ঘোষণা করলেন, রাজ্যের ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সি সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীরা মাসে ১,০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। যদি দু’বছরের মধ্যে কোনও আয় না হয়, তবে ওই ভাতা চালু থাকবে। বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে একাধিক জনমুখী প্রকল্প ঘোষণা করছেন নীতীশ। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন তিনি। যুব সম্প্রদায়ের স্বার্থে ‘বিহার যুব কমিশন’ গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন জেডিউই সুপ্রিমো। এছাড়াও দ্বাদশ উত্তীর্ণদের ৪০০০ টাকা এবং স্নাতকদের ৬০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। রাজ্যের সন্তানবান্নায় তরুণদের ‘ইন্টারশিপ’ হিসাবে এই অর্থ দেওয়া হবে। এর আগে বিধবা এবং বয়স্কদের পেনশন বৃদ্ধি করার কথাও ঘোষণা করেছিলেন নীতীশ। যা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করা হয়েছে। এবার তাঁর ঘোষণা, ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সি কোনও স্নাতক যুবক-যুবতী যদি কর্মহীন হন, কোনও চাকরি না করেন, বা নিজের ব্যবসাও না

করেন, তাহলে দুবছর পর্যন্ত তাঁকে এক হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেবে সরকার। নীতীশের আশা, সরকারের এই সাহায্য পেয়ে বিহারের যুবসমাজ দক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করবে। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে এক কোটি বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিহার সরকার। যদিও বিরোধীরা স্পষ্ট বলছে, সবটাই ভোটের আগের দেখনদারি। নীতীশ আসলে মরণকালে হরিনাম করছেন। পাঁচ বছর মানুষের জন্য কোনও উন্নয়ন করেননি। এবার খেপারত দিতে শেষবেলায় খয়রাতি করছেন। উল্লেখ্য, সামনে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন, যার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দল। এবার নীতীশ কুোর সামনে কংগ্রেস ও আরজেডির পাশাপাশি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে প্রশান্ত কিশোরের দল ‘জন সুরজ’। রাজনৈতিক মহলের হরিনাম করছেন। পাঁচ বছর মানুষের জোট বদলের কারণে নীতীশের ভাবমূর্তি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। তার উপর, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি বিরোধীদের বড় ইম্মু হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভোট বৈতরণী পার করতে পূর্বনো রাজনৈতিক কৌশল-খয়রাতির কর্মহীন হন, কোনও চাকরি না করেন, বা নিজের ব্যবসাও না

দিল্লিতে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকর্মীদের গাড়ি দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল এক নিরীহ চা বিক্রেতার!

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাছিলেন দুই পুলিশকর্মী, আর তাতেই প্রাণ গেল এক নিরীহ চা বিক্রেতার। ভোররাত্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি সোজা গিয়ে ধাক্কা খেয়ে একটি চায়ের দোকানো। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চা দোকানির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরে, দেশের রাজধানী দিল্লির বুকে। খবর সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত দুই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, বুধবার রাতে পুলিশ কন্ট্রোল রুম (পিসিআর) ভ্যানে চড়ে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন দুই পুলিশকর্মী। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ মধ্য দিল্লির রামকৃষ্ণ আশ্রম মেট্রো স্টেশনের কাছে ঘটনাটি ঘটে। আচমকা একটি চায়ের দোকানে ধাক্কা মারে পুলিশের ভ্যানটি। সে সময় চা বিক্রেতা ও তাঁর ছেলে

দোকানে ছিলেন। ছেলে কোনও ভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গঙ্গারাম তিওয়ারি নামে ওই চা বিক্রেতার। নিহতের জেলের কথায়, ‘‘পিসিআর ভ্যানে দু’জন পুলিশকর্মী ও এক মহিলা ছিলেন। সকলেই মত্ত ছিলেন। গাড়ি নিয়ে সোজা ফুটপাথে উঠে পড়েন তারা। তার পর আমার বাবাকে পিয়ে দিয়ে চলে যান।’’ তিনি জানিয়েছেন, ভ্যানটি থেকে মদের একাধিক খালি বোতল মিলেছে। পুলিশকর্মীদের গা থেকেও মদের তীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ। নিহত চা বিক্রেতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত দুই পুলিশকর্মীকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে-তাদের একজন দিল্লি পুলিশের এএসআই, অন্যজন কনস্টেবল। দু’জনের বিরুদ্ধেই একআইআর দায়ের করে শুরু হয়েছে তদন্ত।

CHANGE OF NAME I,ABDUL ALIM MANDAL MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY VOTER CARD, AADHAAR CARD, PAN CARD AS TOFA JUEL HOSSAIN MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGESTRATE KRISHNAGAR COURT ON 10-9-25 MY FATHER TOFAJUEL HOSSAIN MANDAL AND TOFAJUEL MONDAL IS SAME PERSON R/O DURGAPUR, PO JHITKIPOTA NADIA.	CHANGE OF NAME I, Juli Rani Mahapatra (old name) wife of Ashoke Patra, residing at Sukanta Pally, Panchghara(CT), PO- Subhasgram, PS- Barunpur, South 24 Parganas, Pin- 700147, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Juli Patra (new name) as declared before the 1st. Id. Class Judicial Magistrate at Barunipur vide affidavit No. 3609 dated 07/05/2025. Juli Rani Mahapatra and Juli Patra both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Elora Ghosh (Old Name) D/o Saktipada Ghosh W/o Syed Tajdar Ali Meerza Residing at 2, Rabindra Park! 2nd Lane, Po+Ps - Nimta, District- North 24 Parganas, Pin - 700049, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Elora Ghosh Meerza (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore vide affidavit no 201 Dated 17-02-2023. Elora Ghosh (Old Name) and Elora Ghosh Meerza (New Name) both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Washima Khatoon (Old Name) W/o Md. Mukhtar Ahmed Residing at 67 Jla Para Masjid Lane, District - Howrah, Pin - 711101 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Wasima Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit No. 18-09-2025. Washima Khatoon (Old Name) and Wasima Khatoon (New Name) both are same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, Maruf Mondal (Old Name) S/o Aynal Mondal Residing at Vtc - Monirgam, P.o - Dharampukuria, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Marup Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 005 Dated 18-09-2025. Maruf Mondal (Old Name) and Marup Mondal (New Name) both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, Rafikunt Nesa W/o Jiarul Paik Residing at Vili - Laugachhi, P.o - Ghoshpur, P.s - Haroa, District - North 24 Parganas, Pin-743502, West Bengal India that my son who previously known as Md Rifat (Old Name) shall henceforth be known as Rifat Paik (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 Parganas vide affidavit no 9723 Dated 15/09/2025. I declare that my Son Md Rifat (Old Name) and Rifat Paik (New Name) is same and one identical person.
CHANGE OF NAME I, AHMED RAGHEEB (Old Name) S/O RAZI AHMED Residing at 71A Dilkusha Street, P.O.-Circus Avenue, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RAGEEB AHMED (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. AHMED RAGHEEB (Old Name) and RAGEEB AHMED (New Name) both are same and identical person.	CHANGE OF NAME I, KAILASH CHANDRA TOSNIWAL (Old Name) S/O Late MIRJAMAL TOSHNIWAL Residing at FD-363, Sector-3, Salt Lake, P.S.-Bidhannagar South, District - Kolkata, Pin - 700106 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KAILASH CHAND TOSHNIWAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. KAILASH CHANDRA TOSNIWAL (Old Name) and KAILASH CHAND TOSHNIWAL (New Name) both are same and identical person.,
CHANGE OF NAME I, Anser Mallick (old name) son of Is-mail Mallick, residing at Dehimondol Ghat, PO- Dehimondol Ghat, Ulubere, Howrah – 711301, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ansar Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 16/09/2025. Anser Mallick and Ansar Mallick both are same and one identical person.	CHANGE OF NAME I, KAUSALYA DEVI TOSNIWAL (Old Name) W/O KAILASH CHAND TOSHNIWAL Residing at FD-363, Sector-3, Salt Lake, P.S.-Bidhannagar South, District - Kolkata, Pin - 700106 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KAUSALYA DEVI TOSHNIWAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. KAUSALYA DEVI TOSNIWAL (Old Name) and KAUSALYA DEVI TOSHNIWAL (New Name) both are same and identical person.
CHANGE OF NAME I, Md Shakawat Ali son of Md Shawkat, residing at 14, Alimuddin Street, Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, declare that my actual and correct name is Md Shakawat Ali. My name has been recorded in my son's Educational Certificate and other documents of my son as Md Shakawat instead of Md Shakawat Ali. Md Shakawat and Md Shakawat Ali both are same and one identical person sworn before the Notary Public at Kolkata dated 16/09/2025.	CHANGE OF NAME I, Ravindra Nath Singh (old name) son of Late Parshuram Singh, residing at 57, Kings Road 4th Floor, P.S.- Golabari, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ravinder Nath Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/09/2025. Ravindra Nath Singh and Ravinder Nath Singh both are same and one identical person.

এমএস খোনির হুকা বিতর্কে ঘি ঢাললেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং খোনির আমন্ত্রণের টিম ইন্ডিয়ায় ক্রিকেটের একটি পুরনো বিতর্ক নতুন করে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি, প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠানের একটি পুরনো বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং খোনির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “আমি খোনির ঘরে হুকা পান করতে যেতে চাইনি বলেই আমাকে দল থেকে বাদ দেওয়াতে হয়েছে।” এবার এই বিতর্ক ঘি ঢাললেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, সেই সময় কিছু খেলোয়াড় খোনির ঘরে হুকা সেশনে অংশ নিতেন যাতে তারা অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ হতে পারেন। মনোজ তিওয়ারি একটি স্পোন্সর প্রোগ্রামের সন্ধে কথা বলার সময় বলেন, “আমরা এটা খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেখানে হুকা সেশন চলছিল, এবং অধিনায়কের ঘনিষ্ঠ খেলোয়াড় খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়কার কিছু খেলোয়াড় যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। তারা সবসময় অধিনায়কের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন।” তিওয়ারি স্পষ্ট করে বলেন, “এটি অবশ্য কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।” তিওয়ারি বলেন, “সকলের জন্য সেখানে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। যাঁরা জানতেন, হুকা ধূমপানের জন্য ঘরটি খোলা আছে কেবল তাঁরাই সেখানে যেতেন।” প্রাক্তন বঙ্গ ক্রিকেটার মনোজ বলেছেন, “খোনির দরজা সবসময় সবার জন্য খোলা ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবল তাঁর কাছের খেলোয়াড়রাই সেখানে যেতেন।” তিওয়ারি বলেন, “যাঁরা অধিনায়কের কাছের ছিলেন অথবা বুদ্ধিমান ছিলেন, কেবল তাঁরাই জানতেন, দরজা সবার জন্য খোলা।” মনোজের এই মন্তব্য সম্প্রতি ইরফান পাঠানের তোলা বিতর্কে আরও উত্তেজিত করেছে।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে হুকার সলমনের কটাক্ষ নেটিজেনদের

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বের আগে ফের চর্চার কেন্দ্রে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আরব আমিরাশহির বিরুদ্ধে কণ্ঠার্জিত জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পাক অধিনায়ক সলমন আলি আখা। তিনি জানান, “ভারত থেকে বা অন্য যে কোনও দল, তাঁদের রুখে দেওয়ার ক্ষমতা পাকিস্তানের রয়েছে।” তবে বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, এখনও নিজের জায়গা ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি সলমনরা। সেই জায়গা থেকেই উঠছে প্রশ্ন, তবে কি ফাঁকা কলসিই বেশি বাজে? সম্প্রতি খোনির ঘরে হুকা সেশনে মতো তুলনামূলক দুর্বল দলের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের পারফরম্যান্স ছিল প্রশংসনীয়। ব্যাট হাতে শুরু থেকেই ধ্রুতবেগে দল। জুনায়েদ সিদ্দিকের আগুনে পেসে মাত্র ৯ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান। এরপর এক সময় স্কোরবোর্ডে ৮ উইকেটে ১২৮ রান। তবে শাহিন আফ্রিদির ১৪ বলে ২৯ রানের ক্যামিও ইনসিৎ কিছুটা উদ্ধার করে পরিস্থিতি, ইনসিৎ শেষ হয় ১৪৬



দলের বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে পারি।” এই মন্তব্যের পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় তীব্র ট্রোলা। নেটিজেনদের একাংশ কটাক্ষ করে লেখেন, “ফাঁকা কলসিই সবচেয়ে বেশি আওয়াজ করে।” আরব আমিরাশহির মতো দলের বিরুদ্ধে নড়বড়ে ব্যাটিং পারফরম্যান্সের পর ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই

আত্মবিশ্বাসকে আত্মতৃপ্তি বলেও ব্যাখ্যা করেছেন অনেক ক্রিকেটপ্রেমী। সলমন নিজের স্বীকার করছেন ব্যাটিং বিভাগের দুর্বলতার কথা। তাঁর বক্তব্য, “মাকের ওভারগুলোতে আমাদের আরও

উন্নতি করতে হবে। আমরা কোনও মতে দেড়শোর কাছাকাছি রান তুলেছি। এটা চিন্তার বিষয়। তবে মাকের ওভারে ভালো ব্যাট করতে পারলে যে কোনও দলের বিরুদ্ধে ১৭০-১৮০ রান তুলতে পারবা।” তবে এখনও পর্যন্ত সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সেই আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হয়নি। প্রথম পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত হারা ম্যাচে

দুবাই স্টেডিয়ামে ফিল্ডিংয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে মুখ খুললেন টি দিলীপ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ চলতি এশিয়া কাপে ভারতের ফিল্ডিং প্রশংসিত হয়েছে। প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরাশহীর ও তার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কয়েকটি দারুণ সেভ ও ক্যাচ নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডাররা। গত ইংল্যান্ড সিরিজে, ভারতের খারাপ ফিল্ডিং নিয়ে প্রায়শঃই আলোচনা হয়েছিল। এর পর ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ দলকে নতুন করে অনুশীলন করান এবং ফল আসে। এশিয়া কাপ শুরুর আগে দলের প্রায়শঃই দু’ভাগে ভেঙে তিনি ফিল্ডিংয়ের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। সেই ছবিটা দেখা যাচ্ছে ম্যাচে। তবে ভালো ফিল্ডিংয়ের মাঝেও সমস্যা



হচ্ছে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের আলো। টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ সম্প্রতি এক সাংঘাতিকারে

দেবেন।” কোচ জানান, দুবাই স্টেডিয়ামে একটা নির্দিষ্ট সমস্যা হয়েছে যেটা বাকি স্টেডিয়ামগুলোতে নেই। বলেন, “দুবাই স্টেডিয়ামের আলোগুলো আলো। এখানে বাতিস্তরের বদলে রয়েছে আলোর ডোহা। ফলে আলোগুলো সোজাসৃজি না পড়ে আড়াআড়িভাবে পড়ে। ক্যাচ ধরার জন্য তাকালে একটা আলোর রিং দেখা যায়। যেটার ফোকাস করতে সমস্যা হয়। সেই আলোর রিয়ে চোখ পড়লে কয়েক সেকেন্ডের জন্য

হাড্ডাহাড়ি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রেয়াররা কত দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন এবং একটা নির্দিষ্ট বলে কী ভাবে সাড়া

হংকংয়ের হতাশা ভুলে চিনের শেষ আটে সিদ্ধ

সংবাদ সংস্থা, শেনজেন অ্যারেনা, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ হংকং ওপেনে প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যাওয়ার হতাশা কাটিয়ে চিন মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করলেন পিডি সিদ্ধু। বৃহস্পতিবার, শেষ খেলোয়াড় বিশ্বেশ ছ’নম্বর খেলোয়াড়, থাইল্যান্ডের পর্ণপাউয়ি চোচুয়াংকে স্ট্রেট গেমের হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন

কঠিন প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ম্যাচের জন্যও তৈরি থাকতে হবে। সিদ্ধুর কথায়, “স্ট্রেট গেমের জেতা সবসময়ই ভাল অনুভূতি দেয়। কিন্তু আমি জানি, পরবর্তী রাউন্ডে আরও কঠিন প্রতিপক্ষ আসবে। তাই দীর্ঘ ম্যাচের জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকতেই হবে। কোর্টে দ্রুত চলাফেরা এবং হাওয়ার নিয়ন্ত্রণ রাখাটাই মূল চ্যাবিকাটি হয়ে দাঁড়ায়।” চিনের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে



ভারতের এই তারকা শাটলার ম্যাচের ফল ২১-১৫, ২১-১৫। মাত্র ৪১ মিনিটে ম্যাচ শেষ করেন তার অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী সিদ্ধু। এই জয়ের ফলে, দু’জনের মুখোমুখি লড়াইয়ে সিদ্ধু ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন শীর্ষ বাছাই দক্ষিণ কোরিয়ার আন সে ইয়ং ম্যাচ জয়ের পর সাংবাদিকদের সামনে সিদ্ধু বলেন, “এই জয়ে আমি খুবই খুশি। ম্যাচের শুরু থেকেই সতর্ক ছিলাম। নিজের ১০০ শতাংশ নিয়েছি। পর্ণপাউয়ি একজন কঠিন প্রতিপক্ষ। ইন্দোনেশিয়া ওপেনেও ওর বিরুদ্ধে খেলেছিলাম, সেবারও ম্যাচটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম গেমটা জেতার পর দ্বিতীয় গেমের আরও বেশি মনঃ সম়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করেছি।” চিন মাস্টার্সের মতো বড় প্রতিযোগিতায় স্ট্রেট গেমের জয় পাওয়া সিদ্ধুর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে তিনি জানান,

এয়ার কন্ডিশনারের জোরে হাওয়ার চাপ কমন হতে পারে, সে প্রসঙ্গেও মত প্রকাশ করেছেন সিদ্ধু। তাঁর মতে, “প্রতিটি প্রতিযোগিতাতেই হাওয়ার প্রভাব একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। কোর্টে শাটলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। কখনও কখনও হাওয়ার দিক বুঝে শাট প্লেস করা অনেকটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।” বর্তমানে ভারতের জাতীয় মহিলা সিঙ্গেলস কোচ ইরওয়ানাশা আদি প্রাতিমার তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন সিদ্ধু। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন এই ধরনের প্রশাসন পঞ্চমুখ সিদ্ধু বলেন, “উনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। আমি যখন ওর সঙ্গে কাজ শুরু করি, জানতাম সময় লাগবে। আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কোন কোন জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন। উনি কোচ হিসেবে সেরাটা দিচ্ছেন, তাই আমারও অ্যাখালি হিসেবে সেরাটা দেখা কঠর্য।”

জার্সির অবৈধ টেন্ডার নিয়ে পিসিবি-র পর্দাফাঁস!

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপে বাইশ গজের লড়াইয়ের থেকেও উত্তেজনার আঁচ বাড়িয়েছে মার্চের বাইরের নাটক। ভারত-পাকিস্তানের ‘আন্তর্জাতিক বিতর্ক’ থামেনি। অথচ তার মধ্যেই নতুন করে মুখ পুড়ল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। অভিযোগ খেলোয়াড়দের জার্সি নিয়ে। তা নাকি এতটাই নিম্নমানের, যে ঘামে ভিজে ক্রিকেটারদের শরীরে লেপেট থাকছে! এই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বর্তমান কোচ আতিক-উজ-জামান। বুধবার আমিরাশহির বিরুদ্ধে পাকিস্তান জিতলেও খেলার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্জে ওঠেন তিনি। মহসিন নকভির ক্রিকেট বোর্ডকে নিশানা করে এক্স-এ লেগেন, “পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা খারাপ মানের জার্সি পরে মার্চে নামছে। ঘামে শরীর ভিজে যাচ্ছে। অথচ অন্য দলকে দেওয়া হচ্ছে যথাযথ ড্রাই-ফিট কিট। যখন টেন্ডার পেশাদারদের বদলে বন্ধুদের হাতে দেওয়া হয়, তখন ঠিক এটাই ভবিষ্যৎ! ঘামের থেকেও বেশি করে চুইয়ে পড়ছে দুর্নীতি!” ম্যাচ চলাকালীন দেখা গিয়েছে, চমচপন ভিজে জার্সি কীভাবে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের গায়ে সেঁটে যাচ্ছে। তাতে ফিল্ডিং থেকে শুরু করে ব্যাটিং-সবচেয়েই ক্রিকেটাররা সমস্যায় পড়ছেন। মজার ব্যাপার, বাকি স্পনসর যেমন, পেপসি, টিসিএল কিংবা পার্কভিউ সিটির নাম দেওয়া থাকলেও বোর্ডের ওয়েবসাইটে কোনও কিট স্পনসরের নাম নেই।

দাপুটে পারফরম্যান্সে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু পিএসজির

প্যারিস, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ৪-০ গোলে জিতেছে গত মরসুমে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা দলটি। অধিনায়ক মার্কিনিয়েস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমধর্মের ব্যবধান বাড়ান খাড়াটা কাতারাস্থেলিয়া।



পারতো পিএসজি। মার্কিনিয়েস ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি তিন দিন আগে লিগ আঁর ম্যাচে জোড়া গোল করা ব্রাডলি বার্কোলা, তার স্পট কিংক আটকে দেন গোলরক্ষক মার্কো কার্নেসেচি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরেকটি গোল করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় পিএসজি। বার্কোলার পাস ধরে দুরূহ কোণ থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার মেন্দেস। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ডি-বক্সের মধ্যে থেকে বাঁ পায়ের শটে আটলান্টার কক্ষিনে শেষ পেরেক চুকে দেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রামোস।

জোড়া গোল করা ব্রাডলি বার্কোলা, তার স্পট কিংক আটকে দেন গোলরক্ষক মার্কো কার্নেসেচি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরেকটি গোল করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় পিএসজি। বার্কোলার পাস ধরে দুরূহ কোণ থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার মেন্দেস। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ডি-বক্সের মধ্যে থেকে বাঁ পায়ের শটে আটলান্টার কক্ষিনে শেষ পেরেক চুকে দেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রামোস।

কেইনের জোড়া গোলে চেলসিকে হারাল বায়ার্ন মিউনিখ

মিউনিখ, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বুধবার ঘরের মাঠে ৬-১ ব্যবধানে জিতেছে বায়ার্ন। আত্মঘাতী গোলে শুরুতেই এগিয়ে যায় জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। সফল স্পট কিংক হারি কেইন ব্যবধান দ্বিগুণ করার পর একটি গোল শোধ করেন কোল পালমার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চেলসির বাজে রক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলের তৃতীয় গোলাট করেন কেইন। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচের ২০তম মিনিটে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ডান দিক থেকে মাইকেল ওলিসের ক্রসে দায়ত উপমেকানোর চাপের মুখে নিজেকে জালেই বল পাঠিয়ে দেন চেলসির ট্রোতা শালাবা। নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার আগেই আরও পিছিয়ে পড়ে চেলসি। ২৭তম মিনিটে সফল স্পট কিংক ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হারি কেইন। তাকেই মোহিসেস কাইসেন্দো ফাউল করায় পেনাল্টি দেন রেফারি। দুই মিনিট পরেই কোল পালমারের নৈপুণ্যে ব্যবধান কমায় চেলসি। মাঝ মাঠ থেকে বল পায়ে এগিয়ে যান ইংলিশ মিডফিল্ডার। ডি বক্সে মাঝে গিস্তেকে বল বাড়িয়ে জায়গা করে নেন তিনি। কাঁচ ব্যাকে বল ফিরে পেয়ে নিশুত শটে জাল খুঁজে নেন পালমার।



ব্যাক পাস দিতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে গড়বড় করে ফেলেন গিস্তো। বল পেয়ে যান অভিজ্ঞ ইংলিশ স্ট্রাইকার। ছুটে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রণে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন তিনি। একটু আগেই বল পাস দেওয়ায় ঠিক জায়গার ছিলেন না চেলসি গোলরক্ষক। ৮৭তম মিনিটে বায়ার্নের জালে বল পাঠান পালমার। তবে তিনিই অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোলা বাকি সময়ে বায়ার্নের রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করলেও ব্যবধান কমাতে পারেনি ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপাজয়ী চেলসি।

আতলেতিকোর চ্যালেঞ্জ সামলে লিভারপুলের রোমাঞ্চকর জয়

সতীর্থের গোলে অবদান রেখে এবং পরক্ষণেই নিজে দারুণ একটি গোল করে দলকে পথ দেখালেন মোহাম্মদ সালাহ। বিরতির আগে ব্যবধান কমিয়ে লাই জমিয়ে তুলল আতলেতিকো মাদ্রিদ। শেষ দিকে আরেকবার জালে বল পাঠাল তারা। তবে আটকাতে পারল না লিভারপুলকে। নাটকীয় লড়াইয়ে শেষদিকে অধিনায়কের গোলে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিল আর্না স্টুটের দল।

লিভারপুল, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ আনফিল্ডে বুধবার রাতে ৬-২ গোলে জিতেছে লিভারপুল। আন্ডি রবার্টসনের গোলে আয়োজকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মোহাম্মদ সালাহ। মার্কোস ইয়োরেস্তের জোড়া গোলে পয়েন্ট পাওয়ার আশা জাগায় আতলেতিকো। কিন্তু শেষ সময়ে তাদের আশা গুঁড়িয়ে দেন ভার্জিল ফন ডাইক। ম্যাচ শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যেই দুবার জালে বল পাঠায় লিভারপুল এবং দুটি গোলেই জড়িয়ে দলটির তারকা স্ট্রাইকার সালাহর নাম। চতুর্থ মিনিটে তার নেওয়া নিচু ক্রি কিকে আলতো এক ছোয়ার বলের দিক পাল্টে দেন আন্ডি রবার্টসন। জায়গায় দাঁড়িয়ে বলের জালে জড়ানো দেখেন আতলেতিকোর জার্সিতে ৫০০তম ম্যাচ খেলতে নামা ইয়ান ওবলাকা। দুই মিনিট পর দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান বাড়ান সালাহ। বল পায়ে কারিকুর করে রায়ান থাফেনবেখকে বাড়িয়ে ডি-বক্সে চুকে পড়েন তিনি, এরপর ফিফটি পাস ধরে প্রতিপক্ষের তিন জনের চ্যালেঞ্জ সামলে নিচু শটে গোলাটি



করেন মিশরের ফরোয়ার্ড। ১৫ মিনিট পর গোল হতে পারতো আরেকটি তবে এবার তার জোরাল কোনাকুনি শট দূরের পোস্ট দিয়ে

পরের মিনিটে ডি-বক্সে দারুণ পজিশনে থেকেও ওবলাকের চ্যালেঞ্জের মুখে হতাশ করেন ফ্রেইয়ান ভিয়েসা। এরপরই একটি গোল শোধ করে লড়াইয়ে ফেরে আতলেতিকো। জাকোমো রাসপাদোরি পাস ডি-বক্সে পেয়ে কোনাকুনি শটে অলিসনকে পরাস্ত করেন মার্কোস ইয়োরেস্তো। এটা ছিল লক্ষ্যে তাদের দ্বিতীয় শট। দারুণ গোছানো এক পাল্টা-আক্রমণে ৬৫তম মিনিটে নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেয়েও হতাশ হতে হয় সালাহকে। ভিয়েসের পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে তার নেওয়া শট বাধা পায় পোস্টে। ওই বর্ধতা অনেক বড় হয়ে ওঠে পরে, ৮১তম মিনিটে ইয়োরেস্তের দর্শনীয় গোলে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে সমতা টানেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় যেন মরিয়া হয়ে ওঠে লিভারপুল। টানা আক্রমণে পরপর কয়েকটি কণার পায় তারা। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে তেননই এক কণার হেড়ে দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন অধিনায়ক ও ডাচ ডিফেন্ডার ফন ডাইক।

‘ওরা নিরক্ষর, লাইভ টিভিতে ওদের গালি দেওয়া বোকামি’

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বরঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর শুরু হওয়া করমর্দন বিতর্কের বিষয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ ইউসুফের বক্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে অবমাননাকর (শুয়ারে কুমার) শব্দ ব্যবহার করে ক্রিকেট ভক্তদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছেন ইউসুফ। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের মন্তব্য মোেন নিতে পারছেন না কেউই। যদিও ইউসুফ আত্মপক্ষ সমর্থনে শহিদ অফ্রিদি ও ইরফান পাঠানের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে অফ্রিদির পাঠান বলেছিলেন, “কুকুরের মতো যেউ যেউ করো না।” ইউসুফ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, তখন তো ভারতীয় সংবাদমাধ্যম একবারও বলেনি, পাঠান ঠিক কাজ করেনি। এতে অবশ্য চিড়ে ভেজেনি। ইউসুফ ক্ষমা না চাওয়ায় তাকে ধরে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এবার এই প্রসঙ্গে ইউসুফকে একহাত নিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন পেসার মদন লাল। ১৯৮৬ ওভিডাই বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য মদন লাল বলেছেন, ইউসুফের বক্তব্য আবারও ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট সম্পর্কে উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারে। মদন লালের মতো সিনিয়র খেলোয়াড়দের তীব্র প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দেয় যে, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এই ধরনের বক্তব্য সহ্য করার মতো মেজাজে নেই। সাম্মা টিভিতে এক আলোচনায় ইউসুফ বলেন, “এই শুয়ারে কুমাররা, ভারত... তারা তাদের চলচ্চিত্র জগৎ থেকে পালাত্তে পারছে না। তারা যেভাবে জেতার চেষ্টা করছে তার জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। তারা আত্মপায়াদের ব্যবহার করছে, ম্যাচ রেফারিকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের উপর অত্যাচার করছে।” ইউসুফ বারবার সূর্যকুমারের জন্য অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন, এমনকি উপস্থাপক বারবার তাকে বাধা দেওয়ার পরেও, তিনি তাঁর ভাষা পরিবর্তন করেননি। পাকিস্তানি উপস্থাপকও এটি উপভোগ করেছেন এবং হেসেছেন বলে মনে হচ্ছিল। মদন লাল ইউসুফের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে একটি নিউজ পোর্টালের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছেন, “দেখুন, এটি পাকিস্তানিদের আসল চরিত্রটি প্রকাশ করে। কেউ কীভাবে কাউকে গালি দিতে পারে? তারা কেবল এটুকুই করতে শিখেছে। গালি দেওয়া একেবারেই ভুল। একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের পক্ষে এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ মূর্খামি।” মদন লাল এমনকি ইউসুফকে অশিক্ষিতও বলেছিলেন। মদন লাল বলেন, “এই লোকেরা শিক্ষিত নয়, তাই তারা এটা করে।”

